ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কেন সাত বছর কথা বলেননি আমির-জুহি?

পৃঃ ৫

কেন ইংল্যান্ডের কোচ হতে চান না পন্টিং?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২৩ ● কলকাতা ● ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৫ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কারামন্ত্রী দায়িত্ব পেলেন চন্দ্রনাথ সিংহ

বেবি চক্রবর্ত্তী: বীরভূম: নিউজ সারাদিন : রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন বোলপুর বিধানসভার অন্তর্গত চন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়। বোলপুর বিধানসভার জয়ের পর তিনি মন্ত্রিত্ব পান ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পমন্ত্রীর পদে শপথ নেন এখন বাড়তি মন্ত্রিত্ব পেলেন কারা মন্ত্রী পদ। বন কর্মীকে অশ্লীল মন্তব্যের জেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অখিলগিরিকে মন্ত্রিত্ব পথ থেকে ইসথাপা দিতে বলেন ,অখিল গিরি সেই মতো কারা মন্ত্রী পদ থেকে ইসথাপা জমা দেন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের হাতেই রেখেছিলেন এই মন্ত্রিত্ব পদটি।বিভিন্ন জল্পনার মধ্যে ছিল কারা দপ্তরটি ।বার বার নাম উঠেছিল চন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সেই জল্পনা আজ সমাপ্তি হলো অতিরিক্ত মন্ত্রীত্ব পেলেন বোলপুরে বিধায়ক তথা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়। বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়ে খুশি তিনি বলেন "মমতা ব্যানার্জি আমাকে যোগ্য মনে করেছে তাই এই পথটি আমি পেয়েছি আধিকারিকদের সঙ্গে কাজটা বুঝতে হবে এবং আধিকারিকদেরকে নিয়ে চলতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০২৪ "স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী ১৭ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু-র দেশবাসীর প্রতি ভাষণ

নতুন দিল্লি, অগাস্ট ১৪, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : স্বাধীনতা দিবস প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান মাননীয়া রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু।

১. দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, লালকেল্লা, রাজ্যগুলির রাজধানী অথবা স্থানীয় প্রতিবেশী, যেখানেই হোক না কেন, এই উপলক্ষে তিরঙ্গার উত্তোলন প্রত্যক্ষ করা সবসময়েই আমাদের হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করে। ১৪০ কোটির বেশি দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের এই মহান দেশের আনন্দের অংশীদার হওয়ার বহিঃপ্রকাশ হল, এই উদযাপন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা যেমন বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করি, তেমনই আমরা পরিবার ও নাগরিকদের সঙ্গে মিলে স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করি।

২. শ্রীমতি মুর্মু বলেন, ১৫ অগাস্ট গোটা দেশ এবং বিদেশেও ভারতীয়রা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশ নেন, দেশাত্মবোধক গান করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। ছোট ছোট শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। যখন আমরা আমাদের এই মহান দেশ এবং নাগরিক হিসেবে গর্বিত হওয়ার কথা তাদের বলতে শুনি, তখন আমরা আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আমরা এক শৃঙ্খলের অংশ, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের স্বপ্ন এবং সেইসব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা আগামী দিনগুলিতে পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. রাষ্ট্রপতি বলেন, ইতিহাসের এই শৃঙ্খলের যোগসূত্র হিসেবে আমরা গর্বিত। এটি আমাদের সেইসব দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন আমাদের দেশ বিদেশী শাসনে ছিল। দেশপ্রেমিক এবং নির্ভীক সন্তানরা প্রভূত ঝুঁকি

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
কবিতা সংকলন
দ্বীপ প্রসাদ
সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার
সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ
Phone : 9163761670 /9564382031
কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন
অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
শিশু কিশোর আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

এরপর ৩ পাতায়

স্বরাজ আমার সাধনা নিরবে বলি নেতাজি

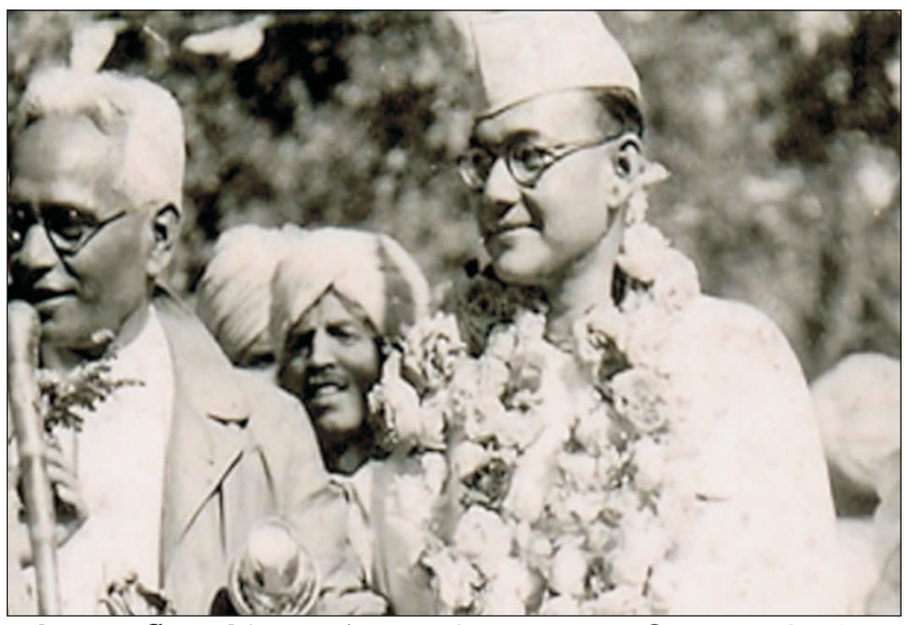

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : অশ্রু আধারে অনন্ত শক্তি দীপ্ত শিখা স্বদেশ চিত্রে বীরের সংকল্প। সর্বস্ব ত্যাগে যাযাবর জীবন উৎসর্গ মহান ব্রতে ভারতের হোমাগ্নিশিখায়। এ যেন জননীর হৃদয়ে জলন্ত স্বদেশপ্রেম। তিনি হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

ভারতকে ভালোবাসে অস্থিমজ্জাগত বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি " ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার "---- এই ধৃতিকেই তিনি নিজ জীবনের স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেন পড়াশুনাতেই সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ না হয়ে যায়। তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ, সর্বদা মনে রেখো, সমগ্র ভারতই তোমার দেশ। আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ম। জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য লাভের জন্য চেষ্টা কর। এগুলিই যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেক না। এই স্বদেশের কাছ থেকে আমরা সব পেয়েছি -------- জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন, শ্রদ্ধা। এই দেশ কি আমাদের প্রকৃত জননী নয়? কথাগুলির মধ্যে এই দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারত তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করে -- প্রথম কর্তব্য আহার ও সুনিদ্রার প্রতি মনোযোগ, দ্বিতীয় কর্তব্য খেলাধূলায় যোগদান। তারা যে শিক্ষালাভ করছে, তাতে এক বিদেশি ভাষা আয়ত্ব করতেই অর্ধেক শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। স্বামীজির এই জ্বালাময়ী উক্তিই বাংলার যুবকদের হৃদয়ে স্বদেশিকতা জাগিয়ে তুলেছিল। সেদিন এটাই ছিল বিপ্লবের গোড়ার কথা। নবীন ভারতকে প্রধানত তিন দিক দিয়ে তিনি স্বদেশসেবায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথমত ---- কর্মযোগ। বলেছিলেন 'রাজগুণ ও কর্মযোগ না হলে এই জীবন্মৃত জাতি বাঁচবে না।' দ্বিতীয়ত ---- ত্যাগ ও সেবা সাধনা। তৃতীয়ত ---- ছুঁৎমার্গ পরিহার করা। স্বামীজির এই আহ্বানে ঘুমন্ত জাতি সাড়া দিয়েছিল। তিনি জাতিকে নব জীবনের পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষের জন্য মানুষের, সম্প্রদায়ের জন্য সম্প্রদায়ের, জাতির জন্য জাতির অগ্নিময় সহানুভূতিই শুধু ভেদবুদ্ধিতে জর্জরিত পৃথিবীকে কল্যাণের স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারে না। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতির অর্থ হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। ভারতমাতার প্রতি ভালোবাসা আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু। জীবন থাকতেও তা মৃত্যু আর দেহাবসানে ও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। সমস্ত মানুষকে ভালোবাসা, সমস্ত মানবজাতিকে আত্মার আত্মীয় বলে অনুভব করা --- এটাই স্বামীজির জীবন দর্শন। যা সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র ভারতবাসী মানবধর্ম ত্যাগ ও কর্মের প্রতিটা পদক্ষেপে উপলব্ধির সার্থকতা দেখিয়েছিলেন।

"ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা যুদ্ধ করা।" নিরিহ ব্রিটিশ শাসকরা যেন এদেশে মানবসেবা করতে এসেছিলেন। তিনি আপোষহীন কর্মসূচিতে বিশ্বাসী নন। কিছুটা গান্ধীজি - জহরলাল নেহরুর মত গোলামি চাটুকারিতার পক্ষপাতিত্ব একদমই ছিলেন না।

একের পর এক বাংলায় অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড, লেমান, কেগ, গার্লিক, পেডি,সেনসন, চার্লস টেগার্ট, হাড্ডিজ, এন্ড্রুজ এন্ডারসন, ম্যাজিস্ট্রেট ডাগলাস এদের অকথ্য অত্যাচারে বহু বীর-বীরাঙ্গনা বিপ্লবীদের মৃত্যু হয়। 'স্বাধীনতা' এক শক্তি'র উন্মেশ এই উন্মেশকে জাগ্রত করতে গেলে যুব ভারতকে জাগ্রত করতে হবে, বিশ্বাস জাগানোর মতো প্রেরণা দিতে হবে ভারতবাসীকে। শহীদে'র রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ বণিক শাসিত ভারতে তখন অত্যাচার চরমে ছিল বাংলায় যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন কিছু কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রিটিশদের সাথে আপশের রাজনীতির করছিলেন সেই সময় নেতাজি বলেছিলেন ব্রিটিশদের সাথে ভারতীয়দের লড়াইয়ে ভারতবাসীর আদও কোনো মঙ্গল হবে না। গান্ধীজি, জহরলাল নেহেরুর মতো যে সব কংগ্রেস নেতারা দরকষাকষি করতেন তাতে সায় ছিল না নেতাজীর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন আলোচনার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ' অহিংসা এবং 'আলোচনার' মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে এনিয়ে চরম বিতর্কের মুখে জড়িয়ে পড়তেন। তিনি মনে করতেন হিংসা মানে যে অপরাধ মূলক তা নয়। আর সেই অপরাধ যদি বৃহত্তর-স্বার্থের পরিপূরক হয়। আর অন্তঃআত্মা সেই অপরাধ করার জন্য যদি ডাক দেয় তাহলে পিছু হটার জায়গা নেই। "তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব " এই মর্মে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ৪ ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সভায় রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে ' ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ' এর সকল দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ২৫ শে আগস্ট সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনীর আমূল পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। দলে দলে হিন্দুমুসলিম, নারী-পুরুষ ও বালকবালিকা এই সেনাদলে যোগদান করেছিলেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে নারীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'ঝাঁসীর রানি ব্রিগেড' । এছাড়াও জি. এস. ধীলন ও পি. কে. সায়গল ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুই বিশিষ্ট সেনাধ্যক্ষ। নেতাজির আহ্বানে প্রবাসী ভারতীয়রা মুক্তহস্তে যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রায় ৮৫ হাজার স্বর্ণ ছিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২১ শে অক্টোবর নেতাজি সিঙ্গাপুরে 'আজাদ হিন্দ সরকার' বা স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই জাপান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ৬ ই নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটি আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন। ৩১ শে ডিসেম্বর নেতাজি এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন যথাক্রমে 'শহিদ' ও 'স্বরাজ'। সারা দেশ জুড়ে পালিত 'আজাদ হিন্দ সপ্তাহ' এবং 'আজাদ হিন্দ দিবস'। দেশের নানা স্থানে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিরক্ষা তহবিল, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ পতাকা দিবস' প্রভৃতি ছড়াছড়ি পড়ে যায়। ' জয় হিন্দ', ' দিল্লি চলো' আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তি চাই, 'লাল কেল্লা ভেঙে ফেলো' ধ্বনিতে ভারতের আকাশ - বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণের নেতা জাতির নেতা নেতাজি। জহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রীত্ব থাকাকালীন তাঁর "মৃত্যুর রহস্য" আজও ভেদ করতে পারেনি এ আমাদের কাছে লজ্জার! রাইসিনা হিলস্রে সিংহাসনে কত রাজা এল আর গেল কিন্তু...." নেতাজি আজও জীবিত না মৃত! নেতাজির রহস্য জনক মৃত্যু" না কেও এই বিষয়ে আলোকপাত করেছে। ভয় না সংঘাত তা সাধারণ মানুষ জানতে চায়..!! আজও এর উত্তর যেন দাঁড়িয়ে সমীক্ষায়।

হায় রে বাঙালি! এত শ্রীঘ্র সুভাষচন্দ্র বসুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছ?

"আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়তে পারি --------- তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।' দারিদ্র নারায়ণের সেবায় এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রচারিত দারিদ্রনারায়ণ সেবার কথা সুভাষের মনে -প্রাণে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।

অনেকেই মনে করেন দেশে ভাগের যে দ্বি-চারিতা তা সাধারণ জনগণের কোনো দোষ নেই । সাধারণ জনগণ ছিল তাঁদের হাতের পুতুল। অখন্ড ভারতের বিভক্ত "পাকিস্তান -ভারত- বাংলাদেশ - কাশ্মীর" এই মাতৃভূমির ওপর দ্বি - চারিতা আজীবন জিইয়ে রাখারই কৌশল জল্লাদের মত ভূমিকা পালন করেন স্বাধীন ভারতের গভর্নর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। আর সেই বলির পাঁঠা হয়েছিলেন দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জিন্না - জহরলাল নেহরু । মধ্যরাত্রির অন্ধকারে আমরা যে স্বায়ত্বশাসন বা ক্ষমতা হস্তান্তর পেয়েছি। এই স্বায়ত্বশাসনের প্রকৃত অর্থ হল মালিক বা প্রভু আপনারা (ব্রিটিশ শাসক) আর আমরা আপনার কর্মচারী।

"মাতৃভূমির পূজা " -- ভগবান -ঈশ্বর - আল্লাহ বাসস্থান তোমার মনের মন্দিরে। ধর্ম মানে শুধু সম্প্রদায় স্বীকৃতি নয় জাতির উন্নতি। উৎসব হল আনন্দভূমি মিলনস্থল। সেই উৎসবে কোটি কোটি টাকা আমোদ -প্রমোদ । এই কোটি টাকা নিয়ে রাজপ্রসাদ ও বানানো যায়। কিন্তু এই কোটি টাকার একটা অংশ দিয়ে এই খোলা আকাশের নিচে ঝড়- বৃষ্টি -বাদল-শীত উপেক্ষা করে রাত্রিরত গরিব অসহায় মানুষের যদি সেবা করা যায়। নিরবে নিভৃতে ভারত ভূমির অসহায় মানুষের চোখের জলের কিছুটাও আমারা ভাগিদার রাখি।

ভিক্ষা নয়, পেনশনের অপেক্ষায়

স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিধবা মঞ্জুলা দত্ত

জগদীশ যাদব : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : স্বাধীনতা সংগ্রামী কার্তিক চন্দ্র দত্তের বিধবা স্ত্রী মঞ্জুলা দত্ত ভিক্ষা নয়, পেনশনের অপেক্ষায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যিনি লড়াই করেছিলেন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য কার্তিক চন্দ্র দত্ত কে

এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, আজ পেনশনের জন্য আকুল উনার বিধবা স্ত্রী মঞ্জুলা দত্ত। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা মঞ্জুলা দত্ত স্বামীর মৃত্যুর পর আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী কার্তিক চন্দ্র দত্ত ২৪ জানুয়ারী ২০২৩ এ মারা যান। কার্তিক চন্দ্র দত্ত সাতবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীও তাকে দুবার সম্মানিত করেছেন। মঞ্জুলা দত্ত পিএম মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পেনশনের জন্য তিনবার চিঠিও পাঠিয়েছেন, কিন্তু পরিস্থিতি ত্রিমুখী রাস্তার মতো। এ বিষয়ে অখিল ভারতীয় স্বতন্ত্রতা সেনানী কল্যাণ পরিষদে-র জাতীয় সভাপতি নিত্যানন্দ শর্মা একে দেশের দুর্ভাগ্য আখ্যায়িত করে বলেন, দেশের বীরদের আশ্রিতদের যখন এই অবস্থা, তখন আর কী বলব। স্বাধীনতা সংগ্রামী কার্তিক চন্দ্র দত্তের ছেলে দিবাকর দত্ত বলেন, এটা দুঃখজনক এবং এর বেশি বলার ভাষা নেই। আমি ক্লান্ত ।উল্লেখ্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গান্ধী পার্ক থেকে গ্রেফতার হওয়ার পর কার্তিক চন্দ্র দত্তকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সতেরো বছর বয়সী কার্তিক চন্দ্র দত্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ৯ আগস্ট, ১৯৪২-এ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কমিটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা ভারত ছাড়ার প্রস্তাব পাস করে। একই রাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করে আগা খান প্রাসাদ এবং আহমেদনগর দুর্গে পাঠানো হয়। পরের দিন ভারতজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের আগে ভারতের ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) বহু যুবক বেহরাজ খানের নেতৃত্বে গোপনে ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। বেহরাজ খানের লেখা একটি চিঠি, ১৭ বছর বয়সী বিপ্লবী যুবক কার্তিক চন্দ্র দত্তকে এই চিঠিটি গোপনে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চিঠিটি লেখা হয়েছিল তৎকালীন জমিদার চন্দ্র ভূষণ রায় চৌধুরীকে। গোপন চিঠি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ১৭ বছরের কার্তিক চন্দ্র দত্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে যাত্রা শুরু বিকাশের

বেবি চক্রবর্ত্তী: জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন : ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার ধুমপাড়া এলাকা থেকে শান্তির বার্তা প্রদান ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে স্কুটিতে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বিকাশ রায়। নিজেকে তিরঙ্গায় সজ্জিত করে যাত্রা শুরু করেন তিনি, যাত্রার শুরুতেই স্থানীয়দের তরফে দেওয়া হয় তাকে সংবর্ধনা। নাগরাকাটার আংরাভাষা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধুমপাড়ার কানকাটা এলাকার বাসিন্দা বিকাশ রায় বলেন, স্বাধীনতা দিবসের দিন কলকাতার রেড রোডে যে অনুষ্ঠান হবে সেই অনুষ্ঠানে

এরপর ৩ পাতায়

আরামবাগের অগ্রণীকেতন নবপল্লীতে

হঠাৎই কারেন্টের পোস্টারে ভয়াবহ আগুন, আতঙ্কে এলাকার মানুষেরা !

হুগলি : নিউজ সারাদিন : আরামবাগের অগ্রনিকেতন নবপল্লীতে ভয়াবহ আগুন লেগে যাওয়াই এলাকায় ব্যাপকভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে । স্থানীয় এলাকার মানুষের কাছ থেকে জানতে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু-র দেশবাসীর প্রতি ভাষণ

নিয়েছিলেন এবং জীবন বলিদান করেছিলেন। তাঁদের আমরা কুর্নিশ জানাই। তাঁদের নিরলস শ্রম শত শত বছরের জড়তা থেকে ভারত-আত্মাকে জাগরিত করেছিল। নানা ধরনের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, কয়েক প্রজন্ম ধরে মহান নেতাদের ছোঁয়া এক নতুন অনুভূতি এনে দিয়েছিল। বৈচিত্র্যময় পরম্পরাকে একত্রিত করা এবং জাতির জনক ও আমাদের ধ্রুবতারা মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটেছিল।

৪. এছাড়া সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বাবাসাহেব আম্বেডকর, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং আরও অনেক মহান নেতার নাম উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, এটি ছিল দেশজোড়া আন্দোলন, যাতে অংশ নিয়েছিলেন সব সম্প্রদায়ের মানুষ। আদিবাসীদের মধ্যে ছিলেন, তিলকা মাঞ্জি, বিরসা মুন্ডা, লক্ষ্মণ নায়েক এবং ফুলো-ঝানো। এছাড়া, আরও অনেকে ছিলেন, যাঁরা আত্মত্যাগ করেছিলেন। ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্ম জয়ন্তীকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করছি আমরা। আগামী বছর তাঁর ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণে তাঁর অবদানকে আরও একবার সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ এনে দেবে।

৫. দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আজ ১৪ অগাস্ট, দেশে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস উদযাপিত হচ্ছে, যা আমাদের দেশ ভাগের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি মহান দেশকে বিভাজিত করা হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের একদিন আগে আমরা সেই বিভীষিকাময় ঘটনার কথা স্মরণ করি এবং যাঁরা বিভাজনের শিকার হয়েছিলেন, সেইসব পরিবারের পাশে দাঁড়াই।

৬. সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের কথা উল্লেখ করে শ্রীমতি মুর্মু বলেন, নতুন স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথ বাধাবিঘ্নহীন ছিল না। ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব, সংবিধানের এই আদর্শের উপর ভর করে আমরা ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে যথার্থ স্থান দখলের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

৭. এই বছর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রায় ৯৭ কোটি ভোটার তাঁদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। রাষ্ট্রপতির মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড, যা মানব সমাজে সবচেয়ে বেশি ভোটারের অংশগ্রহণের নজির তৈরি করেছে। এই ব্যাপক আকারে নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানান তিনি। প্রবল গরম উপেক্ষা করে এবং ভোটারদের সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত সমস্ত আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিপুল সংখ্যক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শকে মজবুত করেছে। ভারতের এই সফল নির্বাচন বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিকে মজবুত করেছে।

৮. দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ২০২১ থেকে ২০২৪, ভারত বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। বার্ষিক অগ্রগতির গড় হার দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ। এটি শুধুমাত্র মানুষের হাতে আরও অর্থ জোগানের সংস্থান করেনি, সেই সঙ্গে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। যাঁরা দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করছেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না, পাশাপাশি তাঁদের দারিদ্র মুক্ত করার চেষ্টাও চলছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কোভিড ১৯ -এর গোড়ার পর্বে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা চালু করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে এখনও দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে যাঁরা সাম্প্রতিককালে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হচ্ছে না।

৯. শ্রীমতি মুর্মু বলেন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এসেছে এবং আমরা খুব শীঘ্রই বিশ্বের তিনটি শীর্ষ অর্থনীতির দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠতে চলেছি। কৃষক এবং শ্রমিকদের নিরলস কঠোর শ্রম, পরিকল্পনা রচয়িতা ও সম্পদ সৃষ্টিকারীদের দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে।

১০. কৃষকদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আমাদের অন্নদাতা কৃষকরা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কৃষি উৎপাদন বজায় রেখেছেন। এর ফলে, কৃষিক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন এবং আমাদের দেশবাসীর জন্য খাদ্যের সংস্থান করছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক গতি এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, কৌশলী পরিকল্পনা এবং যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ফলে সড়ক ও মহাসড়ক, রেল এবং বন্দরের সম্প্রসারণ ঘটেছে। আগামী দিনে প্রযুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রকে তুলে ধরছে, যা স্টার্টআপ-এর বিকাশে গতির সঞ্চার করছে। এর ফলে, ভারত লগ্নির গন্তব্যের ক্ষেত্রে ক্রমশ আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, ব্যাপক স্বচ্ছতার ফলে ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক ক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতা এসেছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে আগামী প্রজন্মের জন্য আর্থিক সংস্কার ও আর্থিক সমৃদ্ধির পথ তৈরি হচ্ছে, যা ভারতকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করবে।

১১. রাষ্ট্রপতি বলেন, দ্রুত এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে ভারত এখন আন্তর্জাতিক স্তরে এক বিশেষ সমীহ আদায় করে নিয়েছে। জি২০ সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারত এখন গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত প্রভাববিস্তারকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মন্তব্য করেন শ্রীমতি মুর্মু।

১২. তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের কথা আমাদের মনে রাখা উচিৎ। আম্বেদকর যথার্থই বলেছিলেন, "আমাদের উচিৎ, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সামাজিক গণতন্ত্রে পরিণত করা। সামাজিক গণতন্ত্র ভিত্তি না হয়ে উঠলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না"। রাজনৈতিক গণতন্ত্র যেভাবে বিকশিত হয়েছে, তা সামাজিক গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রমাণ দেয় বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। তিনি বলেন, সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদ বজায় রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি হিসেবে এগিয়ে চলেছি। অন্তর্ভুক্তির প্রণালী হিসেবে ইতিবাচক পদক্ষেপ শক্তিশালী হওয়া দরকার। রাষ্ট্রপতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, আমাদের মতো বিশাল দেশে যেসব প্রবণতা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের নাম করে বিভেদ আনতে চায়, তাদের পরিহার করা উচিৎ।

১৩. সামাজিক ন্যায়বিচার সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সমাজের তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর কল্যাণে একের পর এক নজিরবিহীর উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রান্তিক মানুষের কাছে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার প্রধানমন্ত্রী সামাজিক উত্থান এবং রোজগার আধারিত জনকল্যাণ, অর্থাৎ, পিএম সুরজ, কিংবা প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহাঅভিযান বা পিএম জনমন, যা বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বা পিভিটিজি-র আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের একটি জনআন্দোলন হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন যে, ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর মেকানাইজড্ স্যানিটেশন ইকো সিস্টেম বা নমস্তে প্রকল্প নিশ্চিত করবে, যাতে কোনও সাফাই কর্মীকে ব্যক্তিগতভাবে স্বহস্তে পয়ঃপ্রণালী কিংবা সেপ্টিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার কাজ না করতে হয়। ১৪. রাষ্ট্রপতি মনে করেন, প্রসারিত অর্থে 'ন্যায় বিচার' শব্দটির মধ্যে বিবিধ সামাজিক বিষয় জড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে দুটি বিষয়ের উপর তিনি জোর দেনু লিঙ্গসাম্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন। ১৫. রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাজে মহিলাদের শুধুমাত্র সমানই নয়, এমনকি সমানের চেয়েও বেশি বলে ভাবা হয়। কিন্তু, বছরের পর বছর ধরে প্রচলিত নানা রীতিনীতির জেরে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সরকার মহিলাদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। বিগত দশকে এই লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। শ্রম শক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণও ঊর্ধ্বমুখী। রাষ্ট্রপতি বলেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে সন্তোষজনক প্রবণতাটি হ'ল - জন্মের সময় লিঙ্গানুপাতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন। মহিলাদের অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রেখে একের পর এক বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম মহিলাদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত। ১৬. জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যই বাস্তব একটি সমস্যা বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিমুখ পরিমার্জন করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু, ভারত এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রত্যাশার চেয়েও অগ্রগতি করেছি। বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়ঙ্করতম প্রভাব থেকে আমাদের বাসগৃহকে রক্ষা করার যে লড়াইয়ে মানবসভ্যতা সামিল, তাতে ভারত রয়েছে পুরোভাগে। নিজেদের জীবনশৈলীতে সামান্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় অবদান রাখতে রাষ্ট্রপতি সকলকে অনুরোধ করেন।

১৭. ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি সর্বাগ্রে উল্লেখ করেন, এ বছরের জুলাইয়ে কার্যকর হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক আমলের আরও একটি চিহ্ন মুছে ফেলেছে ভারত। নতুন বিধি কেবলমাত্র দোষীর শাস্তি বিধানে নয়, ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এই পরিবর্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। ১৮. তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আগে এই ২৫ বছরের অমৃতকালের দিশা স্থির করার দায়িত্ব আজকের তরুণ প্রজন্মের। তাঁদের শক্তি ও উৎসাহকে ভিত্তি করে দেশ নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। তরুণ প্রজন্মের মানসিক প্রেক্ষাপটকে পরিমার্জিত করে তুলে অতীতের ইতিবাচক অংশটুকু গ্রহণ এবং একই সঙ্গে আধুনিক মননে ঋদ্ধ করা আমাদের অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্যে ২০২০ সালে সূচিত জাতীয় শিক্ষা নীতি ইতিমধ্যেই উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা স্পষ্ট করে তুলেছে।

১৯. তরুণ প্রজন্মের প্রতিভার যথাযথ বিকাশে সরকার দক্ষতা বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং আরও নানা সুযোগ-সুবিধার সংস্থানে উদ্যোগী বলে রাষ্ট্রপতি জানান। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ৫টি প্রকল্পের সমাহার আগামী পাঁচ বছরে ৪.১ কোটি তরুণ-তরুণীকে উপকৃত করবে। সরকারের নতুন একটি উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ১ কোটি তরুণ-তরুণী দেশের শীর্ষ স্থানীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে আগামী পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। এইসব উদ্যোগ বিকশিত ভারত গড়ে তোলার দিশায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২০. ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জ্ঞানান্বেষণের পাশাপাশি, মানবতা সমৃদ্ধ প্রগতির প্রকৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য এখন অন্য দেশগুলির কাছে অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মহাকাশ অভিযানের প্রশ্নে, নজিরবিহীনভাবে এগিয়েছে ভারত। সকলের সঙ্গে তিনিও আগামী বছর গগনযান অভিযানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এর সুবাদে ভারতের প্রথম মানবারোহী মহাকাশ যান মহাকাশে নিয়ে যাবে ভারতীয় মহাকাশচারীদের।

২১. রাষ্ট্রপতি বলেন, খেলাধূলা হ'ল এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে দেশ বিগত দশকে অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়েছে। সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর বিকাশে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করায় তার সুফলও মিলছে। সম্প্রতি প্যারিস অলিম্পিক্সে নিজেদের সবটুকু উজার করে দিয়েছেন ভারতের ক্রীড়াবিদরা। তাঁদের নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমকে রাষ্ট্রপতি সাধুবাদ জানান। তাঁরা যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। ক্রিকেটে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ জয় এবং তার জেরে দেশের মানুষের আনন্দোৎসবের কথাও রাষ্ট্রপতির ভাষণে উঠে আসে। তিনি বলেন, দাবায় দেশকে গর্বিত করেছেন আমাদের প্রতিভাসম্পন্ন দাবারুরা। বলা হচ্ছে যে, দাবায় ভারতীয় যুগ শুরু হয়েছে। ব্যাডমিন্টন, টেনিস এবং অন্য খেলাতেও দেশের যুবক-যুবতীরা বিশ্বের আঙ্গিনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। তাঁদের এই সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। ২২. তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুত। আরও একবার সকলকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। বিশেষত, সশস্ত্র বাহিনীর সেই সাহসী জওয়ানদের, যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করছেন। দেশ জুড়ে যাঁরা নজরদারির কাজে সামিল, সেই পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের রাষ্ট্রপতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান, বিচার বিভাগ, প্রশাসন এবং আমাদের দূতাবাস কর্মীদের। তিনি শুভেচ্ছা জানান, বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের: বলেন যে, তাঁরা আমাদের পরিবারের অংশ, সাফল্যের নিদর্শন রেখে আমাদের গর্বিত করে চলেছেন তাঁরা। তাঁরা ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি আরও একবার দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান!

বলতে চান না। আসলে হিন্দু নয়, প্রধানমন্ত্রীর কুরসি বিপদে।"তেজস্বী বলছেন, ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে ভোটবাক্সে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। মানুষের মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। আরজেডি নেতার বক্তব্য,

আরজি করে তিলোত্তমা হত্যার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আরজি করের ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে এদিনই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মমতা রবিবার পর্যন্ত কলকাতা পুলিশকে টাইম দিলেও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এদিনই আরজি করে তিলোত্তমা হত্যার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। নির্দেশ পেতেই মাঠে নেমে পড়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।প্রসঙ্গত, এদিনই আরজি কর কেসে এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই। বুধবারই দিল্লি থেকে কলকাতা আসছে সিবিআইয়ের টিম। সূত্রের খবর, আসছে তাদের নিজস্ব ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। সিবিআই সূত্রের খবর, বুধবারই শিয়ালদহ আদালতে অভিযুক্তকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আবেদন করবে সিবিআই। তবে কেস ডায়েরি ইতিমধ্যেই যে সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে তা জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (১) মুরলীধর শর্মা। তিনিও সিবিআইকে সহযোগিতার কথা বলেছেন।এরইমধ্যে কলকাতা পুলিশের তরফে এল পোস্ট। তাঁরা যে সর্বতভাবে সিবিআইয়ের পাশে আছেন, সহযোগিতা করলেও প্রস্তুত তা লিখে পোস্ট করা হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। একইসঙ্গে সঙ্গে ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর বিষয়েও ফের একবার সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।প্রসঙ্গত, আরজি করে তিলোত্তমার মৃত্যুর পর থেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশ্ন উঠেছে। একজনকে ধরা হলেও পিছনে আরও একাধিক ব্যক্তি রয়েছে কিনা, পুলিশ কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠেছে একেবারে নাগরিক মহল থেকে। যদিও কলকাতা পুলিশের কমিশনের এ সব দাবিই বারেবারে নসাৎ করেছেন। এরইমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু করতেই এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতা পুলিশের তরফে লেখা হয়, 'আর.জি. কর হাসপাতালের ছাত্রীর সাম্প্রতিক মর্মান্তিক মৃত্যুর মামলার তদন্তে আদ্যন্ত পেশাদারিত্ব এবং সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে কলকাতা পুলিশ, যার ফলে চার দিনেরও কম সময়ে মামলাটির তদন্ত করা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় হাইকোর্টের আদেশে আমরা এখন মামলার সমস্ত নথি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করেছি। মৃতার পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পান, তা নিশ্চিত করতে আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থাকে সবরকম সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

২ পাতার পর

আরামবাগের অগ্রণীকেতন নবপল্লীতে হঠাৎই কারেন্টের পোস্টারে ভয়াবহ আগুন, আতঙ্কে এলাকার মানুষেরা !

পারা যায় ঘটনাটি ঘটেছে মূলত সকাল ন'টা নাগাদ । হঠাৎই কারেন্টের খুঁটিতে শর্ট সার্কিট লেগে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে । এর ফলে একের পর এক কেবলের তার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ছোট তার গুলো ছিড়ে পড়তে থাকে নিচে । তারা বিপদের আশঙ্কা বুঝে এলাকার মানুষেরা অতি দ্রুত ওই কারেন্টের পোস্টারে বালি ছুঁড়ে তারপর তাড়াতাড়ি বালতি বালতি জল নিয়ে এসে পোস্টারে ঢালে । কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভানো সম্ভব হয়ে ওঠে এলাকার মানুষের তৎপরতায়। তারপর অতি দ্রুত ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেওয়াই তারা দ্রুত চলে আসে এবং কারেন্টের অফিসের আধিকারিকরাও এসে কারেন্ট টিকে মেরামত করার চেষ্টা করে । সমস্ত তার পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় । এর ফলে সমস্ত তারই নতুন করে কিনতে হয় । কিন্তু এলাকার মানুষদের প্রচেষ্টায় অতি দ্রুত আগুন নেভানো সম্ভব হওয়ায় কোন তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে যাত্রা শুরু বিকাশের

তিনি যোগ দিতে চান। খুব ইচ্ছে সুযোগ পেলে একবার দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। সেই সাথে তিনি আরও জানান, এর আগেও তিনি এমন যাত্রা করেছেন কিন্তু কলকাতা কখনো যাননি। রোদ ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিরঙ্গা সজ্জিত হয়ে স্কুটিতে করে এই যাত্রার আরও একটা উদ্দেশ্য শান্তির বার্তা দেওয়া।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের আওতায়

নতুন দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে তিরঙ্গা উত্তোলন করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের আওতায় আজ নতুন দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে তিরঙ্গা উত্তোলন করেছেন। এক্স পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর #HarGharTiranga প্রচারাভিযানের আওতায় সমগ্র দেশ তিরঙ্গাময় হয়ে উঠেছে। নতুন দিল্লিতে আজ আমার বাসভবনে তিরঙ্গা উত্তোলনের মাধ্যমে আমি সেই বীরদের স্মরণ করছি যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। কোটি কোটি দেশবাসীর ঐক্য, আনুগত্য ও গর্বের প্রতীক তিরঙ্গা চিরকাল উড়তে থাকবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২২৩ সংখ্যা ১৫ আগস্ট, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ৩০ শ্রাবণ, ১৪৩১

দেশের ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে

সর্বদা রক্ষা করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

নতুন দিল্লি, ১৪ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশভাগের ফলে যাঁরা ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন উপলক্ষে এক্স পোস্টে শ্রী মোদী দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখকষ্টের কথা স্মৃতিচারণ করেছেন।

মানুষের সহনশীলতার প্রশংসা করে শ্রী মোদী দেশের ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুরক্ষিত করতে তাঁর অঙ্গীকারের কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন :

“#PartitionHorrorsRemembranceDay-তে আমরা অসংখ্য মানুষের কথা স্মরণ করি, যাঁরা দেশভাগের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখকষ্টের শিকার হয়েছিলেন। এটি হল সেইসব মানুষের সাহসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের দিন, যাঁরা মানবশক্তিকে মহিমান্বিত করেছেন। দেশভাগের ফলে ক্ষতির শিকার হয়েছিলেন, এমন অনেক মানুষ তাঁদের জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রভূত সাফল্য পেয়েছিলেন। আজ আমরা দেশের ঐক্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সর্বদা সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অঙ্গীকারের কথা ফের দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি।”

সম্পাদকীয়

মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রাজ্যপাল

মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বললেন, "আরজি করের ঘটনা ভয়াবহ। এতে আমাদের বিবেকে একটা ঝাঁকুনি লাগা উচিত। যা ঘটেছে, তা গোটা বাংলার কাছে লজ্জার। দেশ তো বটেই, মানবজাতির কাছেও লজ্জার।"

ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির দায় সরকারকে নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ে। রাজ্যপাল বলেন, "ক্যাম্পাসে হিংসার বাতাবরণ বন্ধ হওয়া দরকার। বাংলার ক্যাম্পাসগুলি দুষ্কৃতীদের অবাধ বিচরণভূমি হয়ে উঠছে। গুন্ডারাজ শুরু হয়েছে সেখানে। সরকারকে এই পরিস্থিতির দায় নিতে হবে। সবাইকে একজোট হতে হবে মহিলা সুরক্ষার জন্য।"তার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ আন্দোলন। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে মামলাটির শুনানিও ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত আরজি করের ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি রাজ্যপাল। রাজভবনের যে 'মিডিয়া সেল'-এর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে সাধারণত তাঁর মতামত সংক্রান্ত পোস্ট করা হয়, সেখানে গত পাঁচ দিনে অন্য বিষয়ে ছবি এবং বক্তব্য প্রকাশ করা হলেও আরজি করের ঘটনার কোনও উল্লেখ ছিল না। শেষে বুধবার বিকেলে ওই এক্স হ্যান্ডলে রাজ্যপালের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেখানেই প্রথম আরজি করের ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির সমালোচনা করতে শোনা যায় রাজ্যপালকে। একই সঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের দায়িত্ব বাংলা এবং ভারতকে মহিলাদের থাকার জন্য নিরাপদ করে তোলা। এটা বড় দায়িত্ব। যদি এখন আমরা সুযোগ হারাই তবে, ভবিষ্যতে আর নাও পেতে পারি।"কোন সুযোগের কথা বলছেন রাজ্যপাল তা অবশ্য তিনি ওই ভিডিয়ো বার্তায় স্পষ্ট করেননি। তবে রাজ্যপাল বলেছেন, "আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। তা হলেই সাফল্য আসবে। কারণ বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, 'জাগো, ওঠো, যতক্ষণ না লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।' এই স্থির সংকল্পই থাকতে হবে আমাদের। নিশ্চিত করতে হবে, আমাদের মেয়েরা যাতে সুরক্ষিত থাকে।"উল্লেখ্য, এই রাজভবনেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন সেখানে কাজ করতে যাওয়া এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী। রাজ্যপাল যদিও সেই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছিলেন। বুধবার তিনি রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলায় আগেও মহিলাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক অতীতেই আমরা দেখেছি রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে এক মহিলাকে অত্যাচারের ঘটনা। রাস্তার মধ্যে এক মহিলাকে বেআব্রু করার ঘটনাও ঘটতে দেখেছি এই সে দিন। আমি জানতে চাই এই বাংলাই কি সেই বাংলা, যেখানে কবিগুরু লিখেছিলেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির..!' যেখানে সর্বত্র চোখে পড়ছে মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার উদাহরণ।"

গুরুর দেখানো পথে বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

ধরনের অনুরাগ ছিল কারণ তিনি তাঁকে তাঁর বার্তা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপায় হিসাবে দেখেছিলেন। নিজে থেকে, রামকৃষ্ণ তা করতে পারেননি এবং তাই তিনি বিবেকানন্দকে একটি বাহন হিসাবে দেখেছিলেন।

রামকৃষ্ণের আশেপাশের লোকেরা বুঝতে পারেনি কেন তিনি বিবেকানন্দের প্রতি এত ক্ষিপ্ত ছিলেন। যদি বিবেকানন্দ একদিনের জন্যও তাকে দেখতে না আসতেন, তাহলে রামকৃষ্ণ তাকে খুঁজতেন কারণ তিনি জানতেন যে এই ছেলেটির কাছে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় উপলব্ধি রয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি বিবেকানন্দও সমান উন্মাদ ছিলেন। তিনি কোন কর্মসংস্থানের সন্ধান করেননি, তিনি এমন কিছু করেননি যা তার বয়সের লোকেরা সাধারণত করার কথা। তিনি সারাক্ষণ শুধু রামকৃষ্ণকে অনুসরণ করতেন।

বিবেকানন্দের জীবনে একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। একদিন, তার মা খুব অসুস্থ এবং মৃত্যুশয্যায়। এটি হঠাৎ বিবেকানন্দকে আঘাত করেছিল যে তার হাতে কোন টাকা ছিল না এবং তিনি তাকে প্রয়োজনীয় ওষুধ বা খাবার সরবরাহ করতে অক্ষম ছিলেন। এটা তাকে খুব রাগান্বিত করেছিল যে তার মা যখন সত্যিই অসুস্থ ছিল তখন সে তার যত্ন নিতে অক্ষম ছিল। বিবেকানন্দের মতো একজন মানুষ যখন রেগে যান, তিনি সত্যিই রেগে যান।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

উড়িষ্যায় বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ বিষয়ে

হিন্দুমহাসভার তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ও ডেপুটেশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি উড়িষ্যায় বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণের পর ইতিমধ্যেই আই.এস.এফ. এর পক্ষ থেকে আব্বাস সিদ্দিকী এবং মাইনরিটি ইয়ুথ ফোরামের সদস্যরা উৎকল ভবনে এসে ডেপুটেশন দিয়েছেন । এর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে অখিলভারত হিন্দুমহাসভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যরা উড়িষ্যা সরকারকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি উৎকল ভবনে এসে উড়িষ্যা সরকারের প্রতিনিধিকে ডেপুটেশন দিয়ে গেলেন । এই বিষয়ে তাদের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ । এই প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য উড়িষ্যা রাজ্যে যদি শুধুমাত্র বাংলাভাষী হওয়ার কারণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কারো উপর যদি আক্রমণ হয় তাহলে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং হিন্দু মহাসভা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছে । কারণ ভারতবর্ষের প্রতিটি সদস্য এবং রাজ্যসরকার গুলোকে মাথায় রাখতে হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি । নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে । কিন্তু এটাও সত্যি কথা যে আক্রান্ত মানুষরা যদি বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয় তাহলে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা থেকে উড়িষ্যার মানুষ এই রকম প্রতিক্রিয়া করে থাকতে পারেন । সেক্ষেত্রে শুধু আক্রমণ নয় অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াতে হবে । ভারতবর্ষের জনসংখ্যা এমনিতেই অনেক বেশি । তারপর বাংলাদেশী মুসলমানরা এই দেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে আমাদের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে নানা রকম সামাজিক অপরাধ ও অস্থিরতা তৈরি করবে, সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসমূলক কাজ করবে এটা কোন ভাবেই অভিপ্রেত নয় । তাদের ভারত থেকে তাড়ানোর পাশাপাশি তারা কাদের সাহায্যে অবৈধ ভাবে বর্ডার পেরিয়ে ভারতে এলো এবং তারপর কারা তাদের অবৈধ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি সরকারি নথি বানিয়ে দিল সেই দেশের শত্রুদের চিহ্নিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে । কারণ বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পাশাপাশি তাদের সাহায্যকারীরাও ভারতরাষ্ট্রের শত্রু । এর সাথে এটাও সত্যি যে সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্কালে বর্বরোচিত ভাবে মৌলবাদীদের দ্বারা সনাতনী হিন্দুরা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে , মন্দির ও বাড়ি লুঠ করে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, নারীদের সম্মানহানি করে নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সনাতনী মানুষকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে তাতে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর মানব সভ্যতা কলঙ্কিত হয়েছে । শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তান নয় পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশেও যেখানেই মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা ধর্মের নামে জিঘাংসা, অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যান ধর্মাবলম্বী মানুষদের মনে একটা আতঙ্ক ও ঘৃণার জায়গা তৈরি হচ্ছে । এর ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে নানারকম সামাজিক অস্থিরতা । তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেই এগিয়ে এসে এই মুসলিম মৌলবাদের নামে অপরাধকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে রাস্তায় নামতে হবে । ভারতবর্ষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি, খ্রিস্টান সবার সম্প্রীতির আবাসস্থল হলেও অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাসের প্রশ্নে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জিরো টলারেন্স নীতি না গ্রহণ করতে পারলে আগামী দিনে ভারতের মাটি থেকেও সম্প্রীতি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে যেটা কোন ভাবেই অভিপ্রেত নয় ।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গাজী আউলিয়া, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গ ছেড়ে বনবিবির চরণতলে আশ্রয় নেন। দক্ষিণ রায় উপায় না দেখে বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করে নেন। তারপর থেকে আরবকন্যা বনবিবি সুন্দরবনের মানুষের কাছে দেবীর মর্যাদায় পূজিতা হয়ে আসছেন শত শত বছর ধরে।এসব তথ্য আমার পিতার মুখের থেকে শোনার পরেও বনবিবির জহুরানামা নামে একটি বই থেকে জানতে পারা যায়, তিনি হলেন ইব্রাহিম নামে এক সুফি ফকিরের কন্যা। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় লক্ষ লক্ষ যে সব মানুষ অসহনীয়

পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবসে নত মস্তকে তাঁদের স্মরণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় লক্ষ লক্ষ যেসব মানুষ অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন, বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবসে নত মস্তকে তাঁদের স্মরণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে শ্রী অমিত শাহ লিখেছেন, “বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবসে আমি শ্রদ্ধা জানাই সেইসব মানুষকে, যাঁরা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, প্রাণ হারিয়েছেন এবং ঘর ছাড়া হয়েছেন। যে দেশ নিজের ইতিহাসকে মনে রাখে, শুধুমাত্র সেই দেশই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বে দেশ গঠনের যে কাজ শুরু হয়েছে, তাতে এই দিনটির উদযাপন একটি প্রধান কর্তব্য”।

সিনেমার খবর

cinema TV

কেন সাত বছর কথা বলেননি আমির-জুহি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আটের দশকের শেষ থেকে নয়ের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত আমির খান-জুহি চাওলা রোমান্টিক জুটিতে মজেছিল দর্শক। তবে জানেন কি পর্দায় তুমুল রোমান্স করলেও আদতে সাত বছর মুখ দেখাদেখি করেননি এ তারকা জুটি। ঘটনার সূত্রপাত হয় 'ইশ' ছবির শুটিংয়ে। শুটিংয়ের ফাঁকে জুহির পিছনে লাগেন আমির। হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন জুহি চাওলা। পরে গোটা বিষয়টি ধরতে পেরে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে নিজের মুখেই এ কথা জানিয়েছিলেন জুহি। তিনি বলেন, 'আমির এত পিছনে লাগত যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। ঝামেলাও বাঁধত। শেষ ঝামেলার রেশ এতদূর গড়ায় যে পরের সিন ছবির শুটিংয়ে পর্যন্ত হাজির হইনি আমি। আমার এহেন কাণ্ড দেখে সাংঘাতিক রেগে গিয়েছিল আমিরও।'

এ অভিনেত্রী আরও বলেন, 'তারপর যদিও ছবির শুটিং একসঙ্গে শেষ করি আমরা, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনি চিত্রনাট্যে লেখা সংলাপ আওড়ানো ছাড়া! আমরা দু'জন্যে ভেবেই নিয়েছিলাম এই জীবনে কেউ কারও সঙ্গে আর কথা বলব না আমরা। কিন্তু বছর সাতেক পর পরস্পরের সঙ্গে আবার কথা বলা শুরু করেছিলাম আমরা।'

প্রসঙ্গত, 'ইশ' ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পাওয়ার পরেও পরস্পরের সঙ্গে কথা চলাচলই শুরু করেননি আমির-জুহি। ২০০২ সালে প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় আমিরের। সময়টা কঠিন ছিল অভিনেতার পক্ষে। সেইসময় এগিয়ে যান জুহি। নিজে উদ্যোগ নিয়ে ফোন করেছিলেন আমিরকে। বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়ান রিনা ও আমির-দু'জনের পাশে।

আলি দরগায় সংস্কারের কত টাকা দিলেন অক্ষয়?

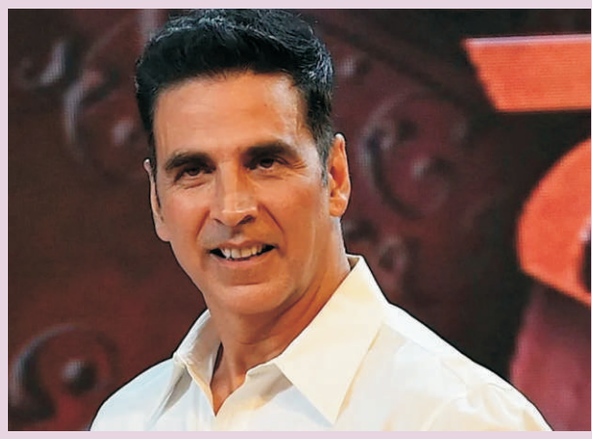

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম সফল নায়ক অক্ষয় কুমার। একের পর এক ছবি মুক্তি পাচ্ছে তার। তবে কাজের ফাঁকেও সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত তিনি। সেই ধারাবাহিকতায় মুম্বাইয়ের হাজি আলি দরগা মেরামতির জন্য অর্থসাহায্য করলেন বলিউডের 'খিলাড়ি কুমার'।

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) হাজি আলি দরগা দর্শন করেন অক্ষয়। অভিনেতার সেই ছবি ইতোমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তারপরই দরগার তরফে জানানো হয়, দরগা মেরামতির জন্য ১ কোটি ২১ লাখ টাকা দান করেছেন অক্ষয়। দরগার তরফে এক্স-এ (সাবেক টুইটার) লেখা হয়েছে, 'সুপারস্টার অক্ষয় কুমার হাজি আলি দরগার একটি অংশের সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছেন।' পাশাপাশি, ইনস্টাগ্রামেও একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অক্ষয় দরগা ঘুরে দেখছেন। কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গে তিনি ছবিও তোলেন।

অক্ষয়ের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই অনুরাগীরা তার প্রশংসা করেছেন। কারো মতে, অক্ষয় সব সময়েই পেশার বাইরে ভালো কাজ করার চেষ্টা করেন। আবার কেউ বলছেন, 'আপনি প্রকৃত অর্থেই দরদি। আপনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত।'

অবশ্য এই প্রথম নয়। সম্প্রতি 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা' ছবির জন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে রাজি হননি অক্ষয়। এই মুহূর্তে অক্ষয় 'খেল খেল মে' ছবির প্রচারে ব্যস্ত। ছবিতে তার সঙ্গে রয়েছেন বনি কপূর, ফরদিন খান প্রমুখ। ছবিটি স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুক্তি পাচ্ছে।

ব্রিটেনের সরকার ভুল করেছে, ওদের সংশোধন করা উচিত: সঞ্জয় দত্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের একসময়ের জনপ্রিয় নায়ক সঞ্জয় দত্ত। সুঠাম শারীরিক গঠন এবং অভিনয় দিয়ে জয় করেছেন অগণিত ভক্তের হৃদয়। ব্যক্তি জীবনে নানা বিষয়েই আলোচনার কেন্দ্রে থাকেন এই বলি অভিনেতা। এখনো সমানতালে অভিনয় করছেন একের পর এক হিট ছবিতে।

অজয় দেবগন অভিনীত 'সন অফ সর্দার ২' ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে ভাবা হয়েছিল সঞ্জয় দত্তকে। সেই অনুযায়ী সমস্ত টাকাপয়সা পরিশোধ করেছেন তিনি। সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোলেও হঠাৎ ছন্দপতন ঘটন! এক মাস পরে সঞ্জয়ের ভিসা বাতিল করে দিল ব্রিটেন।

তিনি জানান, ব্রিটেনের সরকারের কাছে আমি সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছি। তাহলে প্রাথমিকভাবে আমাকে ভিসা দিতে পারেননি তিনি। ১৯৯৩ সালে টাডা আইনে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া সঞ্জয়কে ভিসা দিতে নারাজ ব্রিটেনের সরকার। ঘটনার পরে ছবিতে সঞ্জয়ের পরিবর্তে রবি কিষণকে কাস্ট করা হয় খলনায়কের চরিত্রে। এবার পুরো বিষয়টির সমালোচনা করলেন সঞ্জয়।

তিনি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ভিসা দেয়া হয়েছিল তাকে। সেই অনুযায়ী সমস্ত টাকাপয়সা পরিশোধ করেছেন তিনি। সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোলেও হঠাৎ ছন্দপতন ঘটন! এক মাস পরে সঞ্জয়ের ভিসা বাতিল করে দিল ব্রিটেন।

তিনি জানান, ব্রিটেনের সরকারের কাছে আমি সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছি। তাহলে প্রাথমিকভাবে আমাকে ভিসা দিল কেন? সে ক্ষেত্রে আমাকে ভিসা দেয়া উচিত হয়নি ওদের! আইন বুঝতে ওদের এক মাস সময় লেগে গেল!

বলিউডের এই অভিনেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে আরো বলেন, এমনিতেও কে ব্রিটেনে যেতে চায়! অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে সেখানে। এমনকি ভারত সরকারও ব্রিটেনে না যাওয়ার বিবৃতি জারি করেছে। ফলে আমার কিছুই হাতছাড়া হচ্ছে না। নিজেকে একজন আইন মান্যকারী অভিনেতা হিসাবে তুলে ধরে তিনি বলেন, ওরা ভুল করেছে। ওদের সংশোধন করা উচিত। তিনি সমস্ত আইন মেনে চলেন এবং প্রতিটি দেশের আইন ব্যবস্থাকে সম্মান করেন বলেও জানান এই অভিনেতা।

কঙ্গনার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় রাজনীতিক রাহুল গান্ধীর বিকৃত ছবি শেয়ার করার অভিযোগ উঠেছে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের নামে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে ৪০ কোটি রুপির (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৬ কোটি টাকার বেশি) মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী নরেন্দ্র মিশ্র কঙ্গনার বিরুদ্ধে এ আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

নরেন্দ্র মিশ্রার দাবি, একজন সংসদ সদস্য হয়েও কারো অনুমিত না নিয়ে রাহুল গান্ধীর বিকৃত ছবি শেয়ার করে কঙ্গনা রানাউত তথ্যপ্রযুক্তি আইন লঙ্ঘন করেছেন। এটা গান্ধী পরিবারের ভাবমূর্তিতে কালিমালিপ্ত করা। এরইমধ্যে কঙ্গনাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কয়েক দিন আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে উপহাস করতে গিয়ে তার বিকৃত ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন কঙ্গনা। ছবিতে দেখা যায়, রাহুল গান্ধীর মাথায় ফেজ টুপি, কপালে হলুদ তিলক, গলায় খ্রিষ্টধর্মের ক্রস লকেট ঝুলছে। মূলত, এ ছবি নিয়েই বিপাকে পড়েছেন কঙ্গনা। তবে এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি এই অভিনেত্রী।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট নিয়ে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন কঙ্গনা।

এগিয়ে দিলেন অর্জুন, ফিরেও তাকালেন না মালাইকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অর্জুন-মালাইকার ব্রেকআপ হয়েছে। বেশ কয়েক মাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল এমনই গুঞ্জন। দীর্ঘ ৬ বছরের প্রেম ভেঙে আলাদা হয়েছেন তারা। এমনকি সম্প্রতি অর্জুনের জন্মদিনের সেলিব্রেশনেও ছিলেন না মালাইকা। দুজনেই বেশ কিছু দিন ধরে সামাজিকমাধ্যমে করেছেন একের পর এক সন্দেহজনক পোস্ট। এরপর জানা যায়, অর্জুন-মালাইকা আলাদা হয়েছে। তবে শুক্রবার অর্জুন-মালাইকা যখন মুম্বাই বিমানবন্দরে আলাদা আলাদা গাড়িতে হাজির হন, তখন তা পাপারাজ্জিদের নজর এড়ায়নি। পরে দেখা যায়, দিল্লিতে তারা একই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। দিল্লিতে ইন্ডিয়া কাউচার উইকে ডিজাইনার কুনাল রাওয়ালের শোতে গিয়েছিলেন তারা। তবে একে অপরের থেকে কিছুটা দূরেই বসেছিলেন তারা। এদিকে আবার অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন অর্জুনের সঙ্গে সেলফি তুলতে ব্যস্ত, ঠিক তখন সেই পথ দিয়েই যেতে বাধ্য হলেন মালাইকা। কারণ এ ছাড়া সেখান থেকে বের হওয়া ছাড়া তার উপায় ছিল না। তাই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নিচু করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। অর্জুন তার পিঠে হাত দিয়ে তাকে এগিয়ে দিলেন। যদিও মালাইকা ফিরেও তাকালেন না এগিয়ে গেলেন। তবে সেই মুহূর্তটি নজর এড়ায়নি পাপারাজ্জিদের, লেন্সবন্দি হয়েছেন তারা। এদিনের অনুষ্ঠানের জন্য মালাইকাকে সাদা ব্লেজার কো-অর্ড সেটে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছিল। অর্জুনকে একটি কালো সিকুইন শেরওয়ানি এবং ধুতি প্যান্টে দেখা গিয়েছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে ডেটিং শুরু করেন অর্জুন-মালাইকা। গত মে মাস থেকে তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। তবে তারা প্রকাশ্যে এ বিষ কোনো মন্তব্য করেননি। তবে শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদ হলেও মালাইকা-অর্জুন নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে চান না। কারণ তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে আবার শুক্রবার মালাইকা-অর্জুনকে একসঙ্গে দেখে, তাদের আদৌ বিচ্ছেদ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকেই।

কেন ইংল্যান্ডের কোচ হতে চান না পন্টিং?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের সাদা বলের কোচ হওয়ার কথা বিবেচনা করবেন না বলে জানিয়েছেন রিকি পন্টিং। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিং করাতে অনেক সময় দিতে হয়। তার জন্য এই মুহূর্তে যা খুব কঠিন। বরং ফের আইপিএলে কোচিংয়ে ফিরতে চান তিনি।

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও এই বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর চাপের মুখে সম্প্রতি সাদা বলের কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেন ম্যাথু মট। আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মটের সহকারী ও দেশটির সাবেক ওপেনার মার্কাস ট্রেসকোথিককে। নতুন স্থায়ী কোচ হওয়ার লড়াইয়ে অনেকের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে পন্টিংয়ের নামও।

এর আগে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পন্টিং। পরে সেই দায়িত্ব নেন নিউ জিল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। গত মাসে আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে শেষ হয় পন্টিংয়ের সাত বছরের অধ্যায়।

আইসিসি রিভিউয়ে পন্টিংকে সঞ্চালক জিজ্ঞেস করেন, ইংল্যান্ডের সাদা বলের কোচ হওয়ার কথা বিবেচনা করবেন কি-না। অস্ট্রেলিয়ার তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার তুলে ধরেন তার ভাবনা। তিনি জানান, "না, আমি কখনোই এটি (ইংল্যান্ডকে কোচিং) করার কথা ভাবব না। প্রকাশ্যেই বলছি, এই মুহূর্তে আমার জীবন যেমন, আন্তর্জাতিক চাকরি আসলেই আমার জন্য নয়। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিংয়ে আরও অনেক বেশি সময় দিতে হয়।"

পন্টিং আরও বলেন, "আমার অন্যান্য প্রতিশ্রুতিও আছে, টিভিতে কাজ করা এবং যে কাজগুলো করি, সেগুলোর ভারসাম্য রাখার, একই সঙ্গে বাড়িতে যথেষ্ট সময় থাকার চেষ্টা করছি, গত কয়েক বছরে যা খুব বেশি পারিনি। অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলকে কোচিং করানো এক ব্যাপার, আর একজন অস্ট্রেলিয়ানের জন্য ইংল্যান্ডের কোচিং করানো সম্ভবত কিছুটা ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যথেষ্ট ব্যস্ত।"

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের শিরোপা জয়ী কোচ হিসেবে সম্প্রতি সফল একটি টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন পন্টিং। দলটিতে তার চুক্তির আরও এক বছর বাকি আছে। এছাড়া বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন টেলিভিশন ও ধারাভাষ্যে কাজ করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার দুবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের আশা, আবার আইপিএল কোচিংয়ে ফিরতে পারবেন তিনি।

পন্টিং জানান, "আমি আবার আইপিএলে কোচ হতে চাই। সেখানে প্রতি বছরই আমি দারুণ সময় কাটিয়েছি, সেটা একজন খেলোয়াড় হিসেবে শুরুর দিনগুলোতে হোক বা মুম্বাইয়ে প্রধান কোচ হিসেবে কয়েক বছরে। তারপর আমি সাতটি মৌসুম দিল্লিতে কাটিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত, আমি যেভাবে চেয়েছিলাম এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি যেভাবে চেয়েছিল, সেভাবে সবকিছু হয়নি।"

ম্যানসিটি ছাড়ছেন আলভারেস,

যা বললেন গার্দিওলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে যাচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন হুলিয়ান আলভারেস। সংবাদ সম্মেলনে তা নিশ্চিত করেছেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ৯.৫ কোটি ইউরোর বিনিময়ে আলভারেসকে দলে ভেড়াতে চায় আতলেতিকো মাদ্রিদ। গার্দিওলাও সেই ইঙ্গিত দিলেন।

সিটি কোচ বলেন, 'যদি সুখে না থাকেন, তাহলে কেন এখানে থাকবেন আপনি। যখন আপনি বিশ্বাস করেন আপনার সুখ অন্য কোথাও রয়েছে, তাহলে আপনাকে সেখানে যেতে হবে।' 'আমরা একসঙ্গে সবকিছু জিতেছি। তার সঙ্গে কাজ করাটা ছিল খুবই আনন্দের। তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি এবং আশা করি, সে যেটার খোঁজে ছিল তা খুঁজে পাবে। তার আচরণের কারণে দলের সবাই তাকে অবিশ্বাস্যরকমের পছন্দ করে। যেমনটা আমি অনেক খেলোয়াড়ের বেলায়ও বলেছি, যদি কেউ ছেড়ে যেতে চায় ও নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চায়, তাহলে সে চলে যেতে পারে। আতলেতিকো স্পেন ও ইউরোপে খুবই উঁচুমানের ক্লাব।'

২০২২ সালে নিজের ২২তম জন্মদিনে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন আলভারেস। সে বছরই আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতেন তিনি। এরপর সিটিতে জায়গা পেতে শুরু করেন নিয়মিত একাদশে। দুই মৌসুমে ১০৩ ম্যাচ খেলে ৩৬ গোলের পাশাপাশি ৬টি শিরোপার স্বাদ পেয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। তাকে আরও অনেক কাজ করে যেতে হবে বলে জানালেন গার্দিওলা।

তিনি বলেন, 'গত মৌসুমে সে প্রচুর খেলেছে। আরলিংয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে কিছুটা সময় ভালো খেলেছে, তবে আমি বুঝতে পেরেছি, কিছু নির্দিষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে হয়তো সে ভেবেছে সে খেলতে পারবে না। আমি তার সেই ভাবনাকে অনেক সম্মান করি। আমি এখনো জানি না (তার বিকল্প হিসেবে কাউকে নেওয়া হবে কি না)। দেখি কী হয়।'

৭ বছরের চুক্তিতে চেলসিতে

আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংলিশ ক্লাবটি চেলসির সঙ্গে সাত বছরের চুক্তি করেছেন আরন আনসেলমিনো। বোকা জুনিয়র্স থেকে তরুণ এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারকে দলে টেনেছে চেলসি।

বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে প্রিমিয়ার লিগের দলটি। ট্রান্সফার ফির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে কিছু জানানো হয়নি। তবে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ১ কোটি ৫৬ লাখ পাউন্ডে চেলসির সঙ্গে চুক্তি করেছেন আনসেলমিনো।

১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার অবশ্য এখনই চেলসিতে যোগ দিচ্ছেন না। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ধারে বোকা জুনিয়র্সেই থাকবেন তিনি।

গত বছর স্বদেশের এই ক্লাবের হয়ে সিনিয়র পর্যায়ে অভিষেক হয় তার। এখন পর্যন্ত তিনি খেলেছেন ১০টি ম্যাচ। চলতি বছরের শুরুতে বোকা জুনিয়র্সের সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছিলেন আনসেলমিনো।

আগামী ১৮ আগস্ট শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে যাত্রা শুরু করবে চেলসি।

প্যারিস অলিম্পিক :

ফ্রান্সকে হারিয়ে ফুটবলে স্পেনের স্বর্ণ জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অলিম্পিক ফুটবলে একবারই স্বর্ণ জিতেছে ফ্রান্স। ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ফুটবলের ফাইনালে স্বর্ণ জয়ের পর আর কখনো সেমিফাইনালেই উঠতে পারেনি ফরাসিরা। এবার ঘরের মাঠের অলিম্পিকে ফ্রান্সের চোখ ছিল ৪০ বছর পর ফুটবলের স্বর্ণ ফিরিয়ে আনা। নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালের প্রতিশোধ নেওয়ার পাশাপাশি অলিম্পিক ফুটবলের স্বর্ণ উদ্ধারের মিশনে ভালোভাবেই টিকে থাকে ফ্রান্স।

সেমিফাইনালে মিশরকে হারিয়ে স্বর্ণের মঞ্চে উঠেছিল অলিম্পিকের আয়োজকরা। কিন্তু তাদের স্বপ্ন ভেঙে ১৯৯২ সালে ঘরের মাঠে স্বর্ণ জয়ের ৩২ বছর পর দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরলো এবার ইউরো জেতা দলটি। গোলময় ফাইনালে ম্যাচটি নিজেদের করে নিলো স্পেন।

শুক্রবার (০৯ আগস্ট) রাতে প্যারিসে গ্যালারি ভর্তি নিজেদের সমর্থকদের গর্জনের মধ্যে স্বর্ণজয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও শেষ পর্যন্ত পারেনি ফ্রান্স। ৫-৩ গোলে স্বাগতিকদের হারিয়ে দিয়েছে স্পেন। নির্ধারিত সময়ের খেলা ৩-৩ গোলে শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ে দুটি ১০ গোল করে স্পেন হৃদয় ভেঙ্গে দেয় স্বাগতিক দর্শকদের।

মাত্র ১১ মিনিটেই লিড নিয়ে সমর্থকদের উল্লাসে ভাসিয়েছিল ফ্রান্স। গোল করেছিলেন এনজো। তবে সেই এগিয়ে থাকা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি থিয়েরি অঁরির দল, ১৮ মিনিটে ফারমিন লোপেজ ম্যাচে সমতা আনেন এবং ২৫ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার। ২৮ মিনিটে বায়েনার গোল ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় ইউরো চ্যাম্পিয়নদের।

৩-১ গোলে পিছিয়ে যাওয়া ফ্রান্স নাটকীয়ভাবে সমতায় ফিরেছিল ৭৯ মিনিটে মগনেস ও ইনজুরি সময়ে তৃতীয় মিনিটে মাতেতার পেনাল্টি গোলে। নাটকীয় ওই গোল ম্যাচ নিয়ে যায় অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে। এই সময়ে স্পেন দুটি গোল করে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে স্বর্ণনিশ্চিত করে।

অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে জোড়া গোল করে ফুটবলের স্বর্ণ জয়ের নায়ক হয়ে যান সার্জিও কামেলো। ১০০ মিনিটে গোল করে স্পেনকে লিড এনে দেন এবং শেষ মুহূর্তে গোল করে ব্যবধান ৫-৩ করে জয় নিশ্চিত করেন। প্যারিস অলিম্পিক গেমসে এটি স্পেনের তৃতীয় স্বর্ণপদক।

পেপের বিদায়ে

রোনালদোর আবেগঘন বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও পেপের বন্ধুত্বের ইতিহাস সুদীর্ঘ। পর্তুগালের জার্সিতে সতীর্থ হিসেবে খেলেছেন অনেক বছর। দু'জনের জুটি সাফল্য পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদেও। তবে পেপেকে নিজের বন্ধু হিসেবে নয়, 'ভাই' হিসেবে দেখেন রোনালদো। পর্তুগাল ডিফেন্ডারের বিদায় ঘোষণার পর তাকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন আল নাসর তারকা রোনালদো। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এক্স'র পোস্টে তিনি বলেছেন, 'বন্ধু, তুমি যে আমার কতটা আপন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা একসঙ্গে সবকিছু জিতেছি। তবে সবচেয়ে বড় অর্জন বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধা। তুমি অদ্বিতীয় আমার ভাই।'

'সিআর সেভেন' রোনালদোর চেয়ে বয়সে দুই বছরের বড়। তবে মাঠ বা মাঠের বাইরে বন্ধুত্বের বন্ধনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা পর্তুগালের হয়ে লড়েছেন। একে অপরে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করেছেন। পর্তুগালকে ২০১৬ ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন করার পেছনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সবশেষ ইউরোতে ফ্রান্সের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেওয়ার পর অঝোরে কেঁদেছেন তারা।

পর্তুগালের হয়ে রোনালদো (২১১) ও জোয়াও মতিনহোর (১৪৬) পর তৃতীয় সর্বোচ্চ (১৪১) ম্যাচ খেলেছেন পেপে। ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ডিফেন্ডার হয়েও ৮ গোল করেছেন। পাশাপাশি ৪টি অ্যাসিস্ট করেছেন ৪১ বছর বয়সী ডিফেন্ডার। বিদায় বেলা ইউরোর সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়েরর রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ৪১ বছর ১৩০ দিন বয়সে হাঙ্গেরির গোলরক্ষক গ্যাবোর কিয়ারলির গড়া ৪০ বছর ৮৬ দিন বয়সের রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন।

ইউরো মাতানো ওলমো এখন বার্সার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ৬ কোটি ইউরোর বিনিময়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে ফেরাল বার্সেলোনা। আরবি লাইপজিগ থেকে দানি ওলমোকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। এমনটাই জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। ৬ বছরের চুক্তিতে ওলমোর রিলিজ ক্লজ ধরা হয়েছে ৫০ কোটি ইউরো।

সদ্য সমাপ্ত ইউরোতে স্পেনের হয়ে আলো ছড়িয়েছেন ওলমো। দলকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পাশাপাশি আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৩) হিসেবে গোল্ডেন বুট জিতেছেন এই ফুটবলার। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার পজিশন ছাড়াও তিনি খেলতে পারেন লেফট উইংয়ে।

এস্পানিওলের হয়ে হাতেখড়ির পর শৈশবের অনেকটা সময় বার্সার লা মাসিয়া একাডেমিতে কাটিয়েছেন ওলমো। ২০১৪ সালে বার্সা ছেড়ে যোগ দেন ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব ডিনামো জাগরেবে। ৬ বছরে ক্লাবটির হয়ে ১২৪ ম্যাচে ৩৪ গোল করেন তিনি। জিতেছেন ৯টি শিরোপা। এরপর ২০২০ সালে তাকে দলে ভেড়ায় লাইপজিগ। জার্মান ক্লাবটির হয়ে তিনটি শিরোপা জেতার পাশাপাশি ১৪৮ ম্যাচে ২৯ গোল করেছেন এই ফুটবলার।

১০ বছর পর ঘরের ছেলেকে আবারও ঘরে ফিরিয়ে আনে বার্সা। মূলত ইউরোর পারফরম্যান্স দিয়েই আলোচনায় আসেন ওলমো। নতুন কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে প্রথম ফুটবলার হিসেবে বার্সায় যোগ দিলেন তিনি। প্রাক মৌসুম শেষে আগামী ১৭ আগস্ট ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লা লিগা অভিযান শুরু করবে বার্সা।

রিলেতে কানাডার স্বর্ণ জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অ্যাথলেটিকসে ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েরা স্বর্ণ জিতলেও আবারও হতাশ করেছে ছেলেরা। বরাবরের মতো এবারও ঝামেলা সেই ব্যাটন হাতবদলের সময়ই। শেষপর্যন্ত ডিসকোয়ালিফাইড হতে হয় তাদের। সবাইকে চমকে দিয়ে ২৮ বছর পর এই ইভেন্টে ফের স্বর্ণের দেখা পেল কানাডা। তাদের চার অ্যাথলেট মিলিয়ে রেস শেষ করেন ৩৭.৫০ সেকেন্ডে।

প্রথম তিন লেগ শেষে তিনেই ছিল কানাডা। কিন্তু অ্যারন ব্রাউন, জেরম ব্লেক, ব্রেন্ডন রডনির পর ট্যাকে ঝড় তুলেন আন্দ্রে ডে গ্রাস। তার অসাধারণ দৌড়ে সবার প্রথমে থেকে ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করে কানাডা। দক্ষিণ আফ্রিকা রুপা (৩৭.৫৭) ও গ্রেট ব্রিটেন (৩৭.৬১) জেতে ব্রোঞ্জ।

যুক্তরাষ্ট্রের ঝামেলাটা বাঁধে প্রথম লেগ শেষেই। অসাধারণ শুরুর পরও ব্যাটন হাতবদল করতে গিয়ে সতীর্থ কেনি বেডনারেকের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষে বাঁধেন ক্রিস্টিয়ান কোলম্যান। শেষ পর্যন্ত জোনের বাইরে গিয়ে ব্যাটন বদল করতে হয় তাকে। যে কারণে রেস শেষ করলেও ডিসকোয়ালিফাইড হয় যুক্তরাষ্ট্র।

মেয়েদের একই ইভেন্টে অবশ্য এমন পরিণতি হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের। ৪১.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণ নিশ্চিত করেন মেলিসা জেফারসন, টোয়ানিশা টেরি, গ্যাব্রিয়েল থমাস ও শা'কারি রিচার্ডসন। গ্রেট ব্রিটেন রুপা (৪১.৮৫) ও জার্মানি পেয়েছে ব্রোঞ্জ (৪১.৯৭)।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR